বঙ্কুবাবুর বন্ধু

গল্প
সত্যজিৎ রায়

চিত্রনাট্য ও ছবি
অর্ক পৈতণ্ডী

বঙ্কুবাবুকে কেউ কোনওদিন রাগতে দেখেনি। সত্যি বলতে কি, তিনি রাগলে যে কী-রকম ব্যাপারটা হবে, কী যে বলবেন বা করবেন তিনি, তা আন্দাজ করা ভারি শক্ত। অথচ রাগবার যে কারণ ঘটে না তা মোটেই নয়।

আজ বাইশ বছর তিনি কাঁকুড়গাছি প্রাইমারি ইস্কুলে ভূগোল আর বাংলা পড়িয়ে আসছেন। এর মধ্যে কত ছাত্র এল-গেল, কিন্তু বঙ্কুবাবুর পিছনে লাগার ট্র্যাডিশন সমানে চলছে। ব্ল্যাকবোর্ডে তাঁর ছবি আঁকা...
!!
হি-হি!
হি-হি!

তাঁর বসার চেয়ারে আঠা মাখিয়ে রাখা...
ইসসস!
খিক- খিক!

বাঁচাও!
হে- হে- হে!
কালীপুজোর রাতে তাঁর পিছনে ছুঁচোবাজি ছেড়ে দেওয়া— এ-সবই এই বাইশ বছর ধরে ছাত্র-পরম্পরায় চলে আসছে।

বঙ্কুবাবু কিন্তু কখনও রাগেননি। কেবল মাঝে মাঝে গলা খাঁকরিয়ে বলেছেন–

হম্-ম্!

ছিঃ!

হো হো!

হি হি!
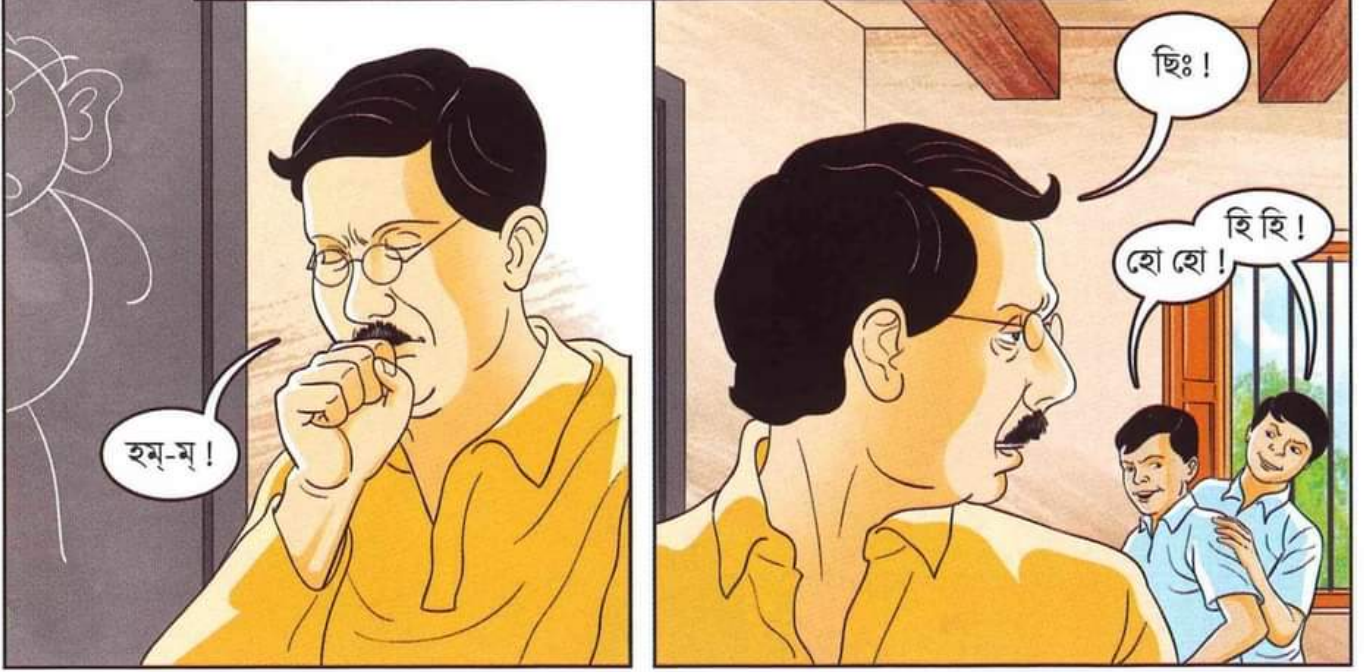
এর একটা কারণ অবিশ্যি এই যে, তিনি যদি রাগ-টাগ করে মাস্টারি ছেড়ে দেন তো তাঁর মতো গরিব লোকের পক্ষে এই বয়সে আর একটা মাস্টারি বা চাকরি খুঁজে পাওয়া খুবই শক্ত হবে। আর একটা কারণ হল, ক্লাস-ভর্তি দুষ্টু ছেলের মধ্যে দু-একটা করে ভালো ছাত্র প্রতিবারেই থাকে। বঙ্কুবাবু তাদের সঙ্গে ভাব করে তাদের পড়িয়ে এত আনন্দ পান, যে তাতেই তাঁর মাস্টারি সার্থক হয়ে যায়।

স্যার, আজ আমরা আপনার বাড়ি যাব?

বেশ তো!
ছুটির পরে চলে
এসো।

এই-সব ছাত্রদের তিনি কখনও কখনও নিজের বাড়িতে নিয়ে আসেন। তারপর বাটি করে মুড়কি খেতে দিয়ে গল্পচ্ছলে দেশ-বিদেশের আশ্চর্য ঘটনা শোনান। আফ্রিকার গল্প, মেরু আবিষ্কারের গল্প, ব্রাজিলের মানুষখেকো মাছের গল্প, সমুদ্রগর্ভে তলিয়ে যাওয়া আটলান্টিস মহাদেশের গল্প, এ-সবই বঙ্কুবাবু চমৎকার করে বলতে পারেন।
পিরানহা মাছের গল্প শুনবে তোমরা?
মানুষখেকো মাছ?
সত্যিই হয়, স্যার?
হয় তো! সে-মাছের নাম পিরানহা।
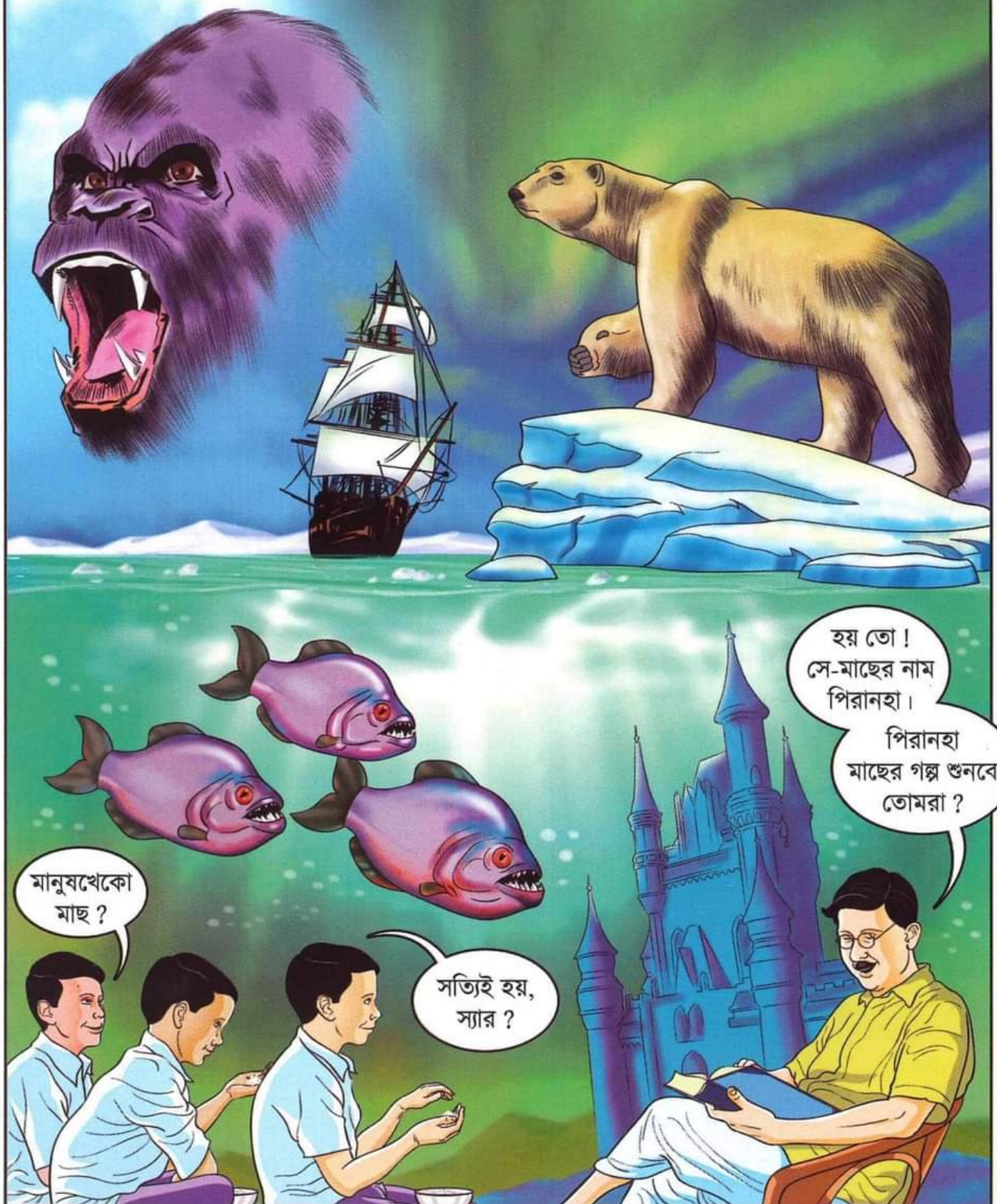
বুড়োদের পেছনে-লাগাটা যেন কিছুতেই বরদাস্ত হয় না। এই বৈঠকে তাঁকে নিয়ে যে-ধরনের ঠাট্টা-তামাশা চলে, তা সত্যিই মাঝে-মধ্যে সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যায়। এই তো সে-দিন, দু'মাসও হয়নি ভূতের কথা হচ্ছিল। বঙ্কুবাবু সচরাচর মুখ খোলেন না। সে-দিন হঠাৎ কী যে হল, বলে ফেললেন—

আমি ভূতে ভয় পাই না।

ব্যাঁকার চেয়ে সাহসী কাঁকুড়গাছিতে আর একটিও নেই।

হাঃ হাঃ!

বটেই তো। বটেই তো।

মিত্তিরদের তেঁতুলগাছটার তলায় এসেছেন, এমন সময়...

হিঃ ! হিঃ ! হিঃ ! হিঃ !
আহ্-হ্ !
ঝপ্
?!
খিক্- খিক্ !
ভয় অবিশ্যি পাননি বঙ্কুবাবু।
তবে চোট লেগেছিল।

আর সবচেয়ে যেটা বিশ্রী— তাঁর নতুন পাঞ্জাবিটা কালি লেগে ছিঁড়ে-টিঁড়ে একাকার হয়ে গিয়েছিল।
আর ও-আড্ডায় যাব না। ঠাট্টার এ-কী রকম রে বাপু!
কিন্তু—
সে কী!
আসবে না মানে!
রসিয়ে রগড় করা যাবে এমন একজন না-থাকলে কি আড্ডা জমে!
ডাকো বঙ্কুবিহারীকে!
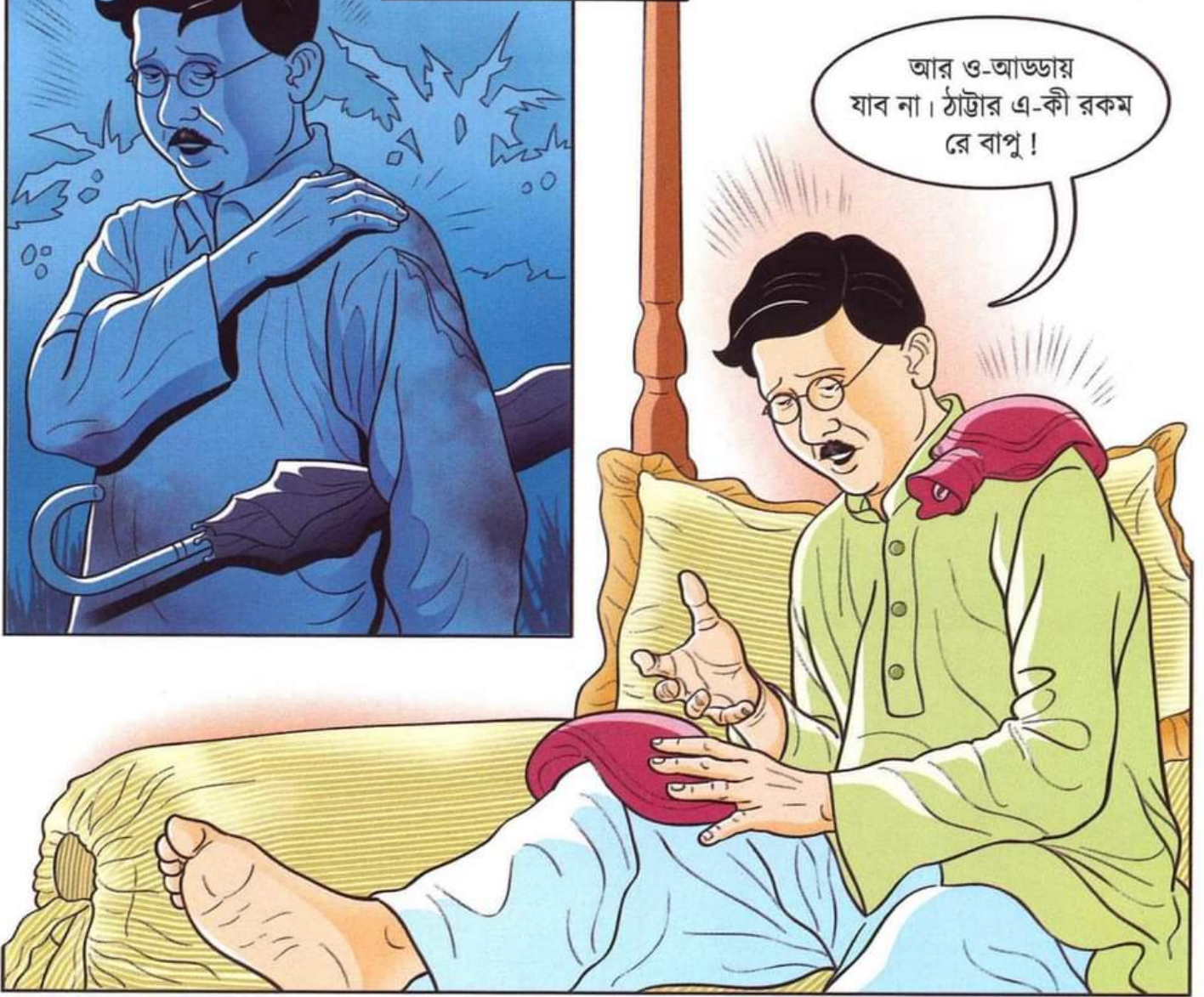
সব আবার আগের মতোই চলতে থাকে।

বঙ্কু, এতদিন পরে এলে, আজ একটা গান শোনাও বরং।

না না। আ-আমি গান গাইতে পারি না।

আহা, লজ্জা পাচ্ছ নাকি ?

আরে গাও গাও, সবাই এত করে বলছে।

হা-হা-হা।
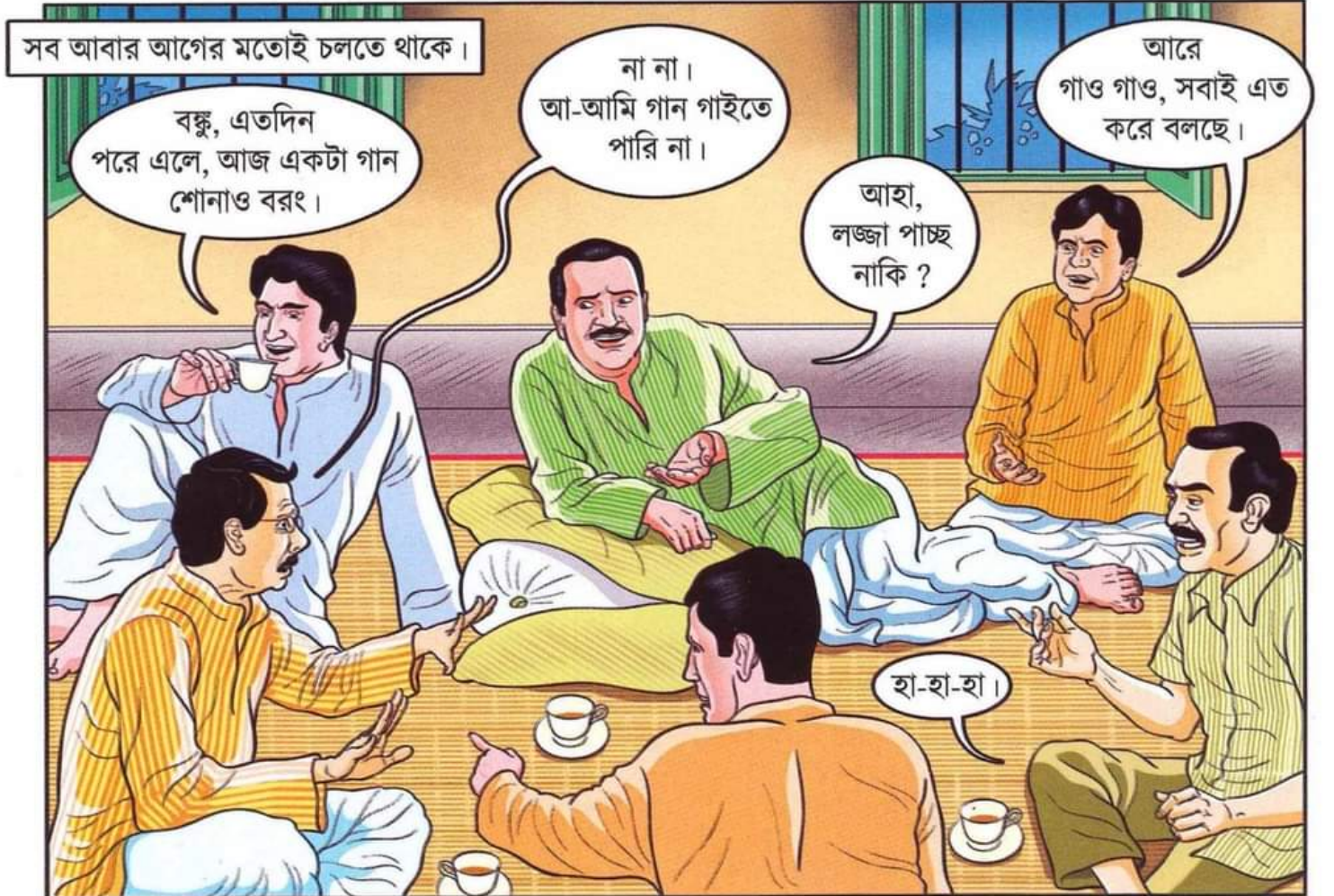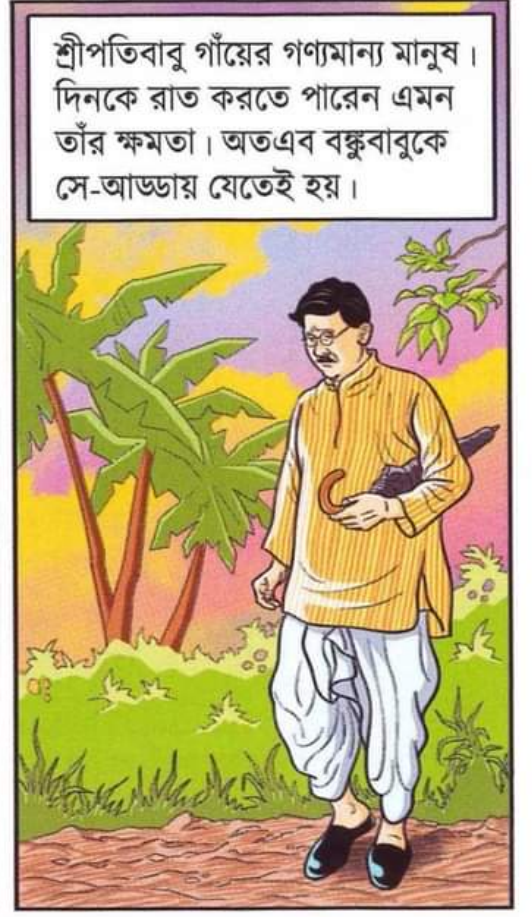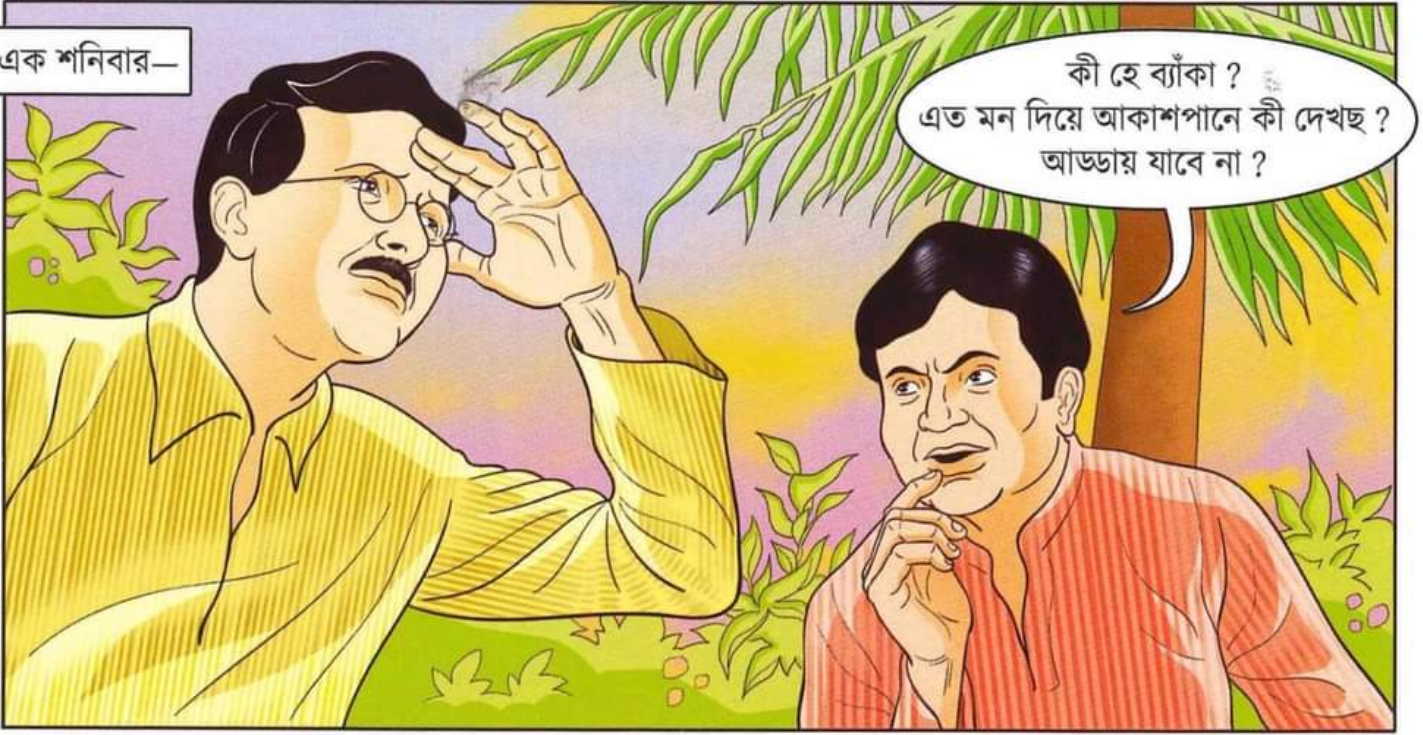
এক শনিবার—
কী হে ব্যাঁকা ?
এত মন দিয়ে আকাশপানে কী দেখছ ?
আড্ডায় যাবে না ?

ওই দেখুন !
আকাশে কী অদ্ভুত
একটা আলো !
তাই না কি?
কই ? কোথায় ?

এই তো !
দেখতে পেয়েছি।
কীসের
আলো হতে পারে
বলুন তো !

সে
আমি কী
জানি !
তুমি বরং
দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গবেষণা
করো। আমি চললুম।
দেরি হলে
শ্রীপতিবাবু আবার
গোঁসা না করেন !

হ্যাঁ হ্যাঁ, আপনি এগোন। আমি একটু বাড়ি থেকে ঘুরে তারপর যাচ্ছি।
বেশ বেশ। তা-ই এসো'খন।

বঙ্কুবাবু বাড়ির দিকে এগোলেন।
আশ্চর্য ব্যাপার বটে!

কিছুক্ষণ পরে শ্রীপতিবাবুর বাড়ি পৌঁছোতেই—
এসো এসো বঙ্কুমাস্টার... স্যাটিলাইট দেখেছ তো?
স্যাটিলাইট?

সে কী! উত্তর আকাশে আলো দেখনি? এখানে আসার পথে আমাদের নিধু মোক্তারই প্রথম দেখেছিল আলোটা। তারপর সবাইকে ডেকে দেখাল।
অ্যাঁ! নিধুবাবু প্রথম ওই আলোটা দেখেছিলেন?

ভাগ্যিস আকাশপানে নজর রেখেছিলুম, বলো।
নইলে কিন্তু তোমাদের স্যাটিলাইট দেখা ফস্কে যেত!
পুরো ক্রেডিট নিজে নিচ্ছে। কী মিথ্যুক রে বাবা!
কী হে বঙ্কুমাস্টার, কী এত চিন্তায় পড়লে তুমি?
ভাবছিলাম... এটা যে স্যাটিলাইট সে-বিষয়ে সবাই এত নিশ্চিত হচ্ছে কী করে?

আরে! তোমার মনে নেই? মাস-তিনেক আগেও একবার আলো দেখা গিয়েছিল।
পরে জানা গেল সেটা রাশিয়ান স্যাটিলাইট।
খটকা না ফোস্কা কী যেন নাম...
এটাও সে-রকমই কিছু একটা হবে।

যা-ই বলো বাপু, এ-সব স্যাটিলাইট-ফ্যাটিলাইট নিয়ে খামোখা মাথা ঘামানো আমাদের শোভা পায় না। আমাদের কাছে ও-ও যা, সাপের মাথার মণিও তাই।
কোথায় আকাশের কোন কোণে আলোর ফুটকি দেখছ, তাই নিয়ে খবরের কাগজে লিখছে, আর তাই পড়ে তুমি বৈঠকখানায় বসে পান চিবুতে-চিবুতে বাহবা দিচ্ছ।
যেন তোমারই কীর্তি, তোমারই গৌরব। হাততালিটা যেন তোমারই পাওনা। হুঁহ্।
আমার না হোক, মানুষের তো।
সবার উপরে মানুষ সত্য। বুঝলেন ?
!!
রাখো রাখো। যত্তসব...
মানুষে না তো কি বাঁদরে বানাবে স্যাটিলাইট? মানুষ ছাড়া আর আছে কী?
আচ্ছা বেশ। স্যাটিলাইটের কথা ছেড়েই দিলাম। তাতে না-হয় লোক-টোক নেই, কেবল একটা যন্ত্র পাক খাচ্ছে। তা সে তো লাট্টুও পাক খায়। সুইচ টিপলে পাখাও ঘোরে।
যাক গে ! কিন্তু রকেট ? রকেটের ব্যাপারটা তো নেহাত ফেলনা নয়, ভায়া !
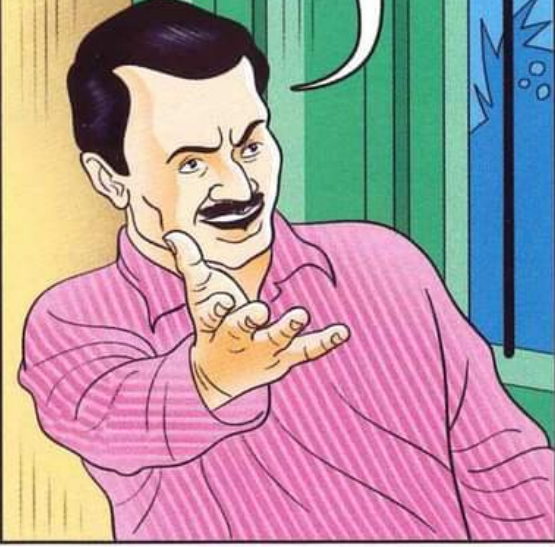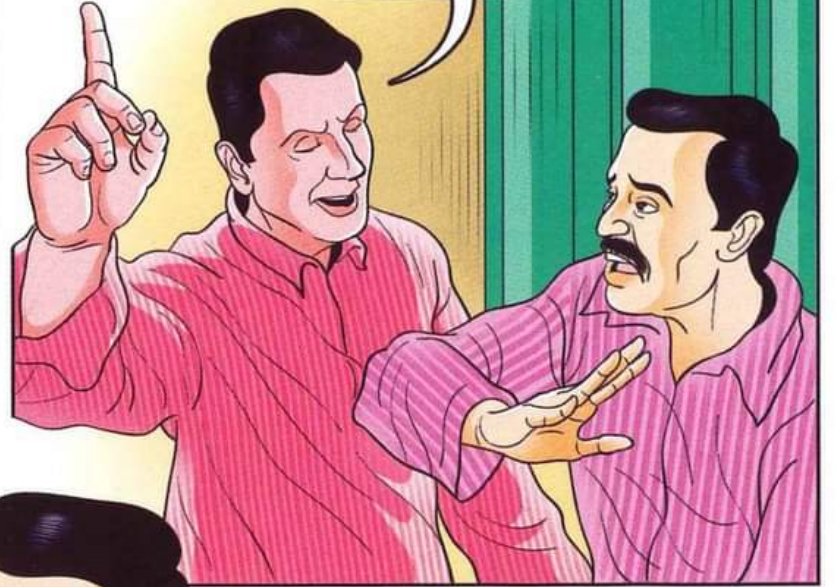
ঠিক বলেছেন। আমাদের কাছে রকেটও যা, ঘোড়ার ডিমও তাই।

ধরো যদি অন্য গ্রহ-ট্রহ থেকে একটা কিছু পৃথিবীতে এল...

এলেই বা কী? তুমি-আমি তো আর সেটাকে দেখতে পাব না।

তা বটে !

খুক খুক!

ধরুন যদি এখানেই আসে।

!!

??

ব্যাঁকা আবার কী বলছে হে, অ্যাঁ ?

কে আসবে এইখানে ?

কোত্থেকে আসবে ?

অন্য গ্রহ থেকে কোনও লোক-টোক...
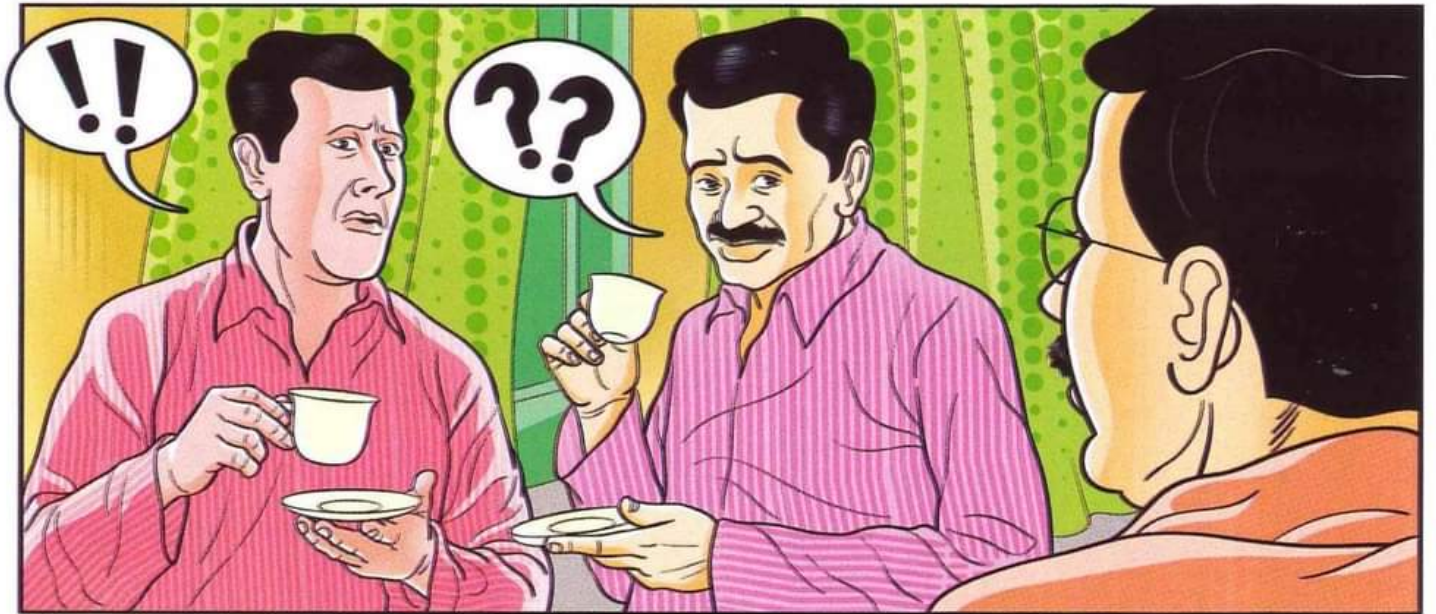
চটাস !
বাহ্, বঙ্কুবিহারী বাহ্।
অন্য গ্রহ থেকে লোক আসবে
এইখানে ? এই গণ্ডগ্রামে ?
লন্ডন নয়,
মস্কো নয়, নিউ ইয়র্ক নয়, মায়
কলকেতাও নয়... একেবারে এই
কাঁকুড়গাছি ?
তোমার তো খুব শখ !

সেটা আর এমন অসম্ভব কী ?
বাইরে থেকে যারা আসবে তাদের তো
পৃথিবীতে আসা নিয়ে কথা। অত যদি
হিসেব করে না-ই আসে ?
কাঁকুড়গাছিতে না-আসা
যেমন সম্ভব, আসাও তো ঠিক
তেমনি সম্ভব।

শ্রীপতিবাবু এতক্ষণ কিছু বলেননি।

এবার তিনি
নড়েচড়ে বসতে...
ঠক্ !

সকলে তাঁর মুখের দিকে চাইল।

দেখো, বাইরের গ্রহ থেকে যদি লোক আসে, তবে এটা জেনে রেখো যে...
তারা এই পোড়া দেশে আসবে না।
তাদের তো খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই, আর অত বোকাও তারা নয়।
আমার বিশ্বাস তারা সাহেব এবং এসে নামবে সাহেবদের দেশে— পশ্চিমে। বুঝেছ ?

ঠিক কথা।
ঠিক ঠিক।

আমার
কিন্তু বাবা মনে হয় যে
বঙ্কুই ঠিক বলেছে।
হ্যা হ্যা !

বঙ্কুবিহারীর মতো লোক
যেখানে আছে সেখানে আসাই তো তাদের
পক্ষে স্বাভাবিক, কী বলো ?
ধরো যদি একটা স্পেসিমেন
নিয়ে যেতে হয় তা হলে বঙ্কু-র মতো দ্বিতীয়
মানুষ কোথায় পাচ্ছে শুনি !

ঠিক ! ঠিক !
বুদ্ধি বলো,
চেহারা বলো, যা-ই বলো, ব্যাঁকা
একেবারে আইডিয়াল।
একেবারে
জাদুঘরে রাখার
মতো...
কিংবা
চিড়িয়াখানায়।

ওই তো শ্রীপতিবাবু... উটের মতো থুতনি।
ওই ভৈরব চক্কোত্তি কচ্ছপের মতো চোখ...
স্পেসিমেন যদি বলতে হয় তো এঁরাই বা কী কম?
চিড়িয়াখানায় যদি রাখতে হয় তো...
ওই নিধু মোক্তার ছুঁচো...
চণ্ডীবাবু চামচিকে...
রামকানাই ছাগল...
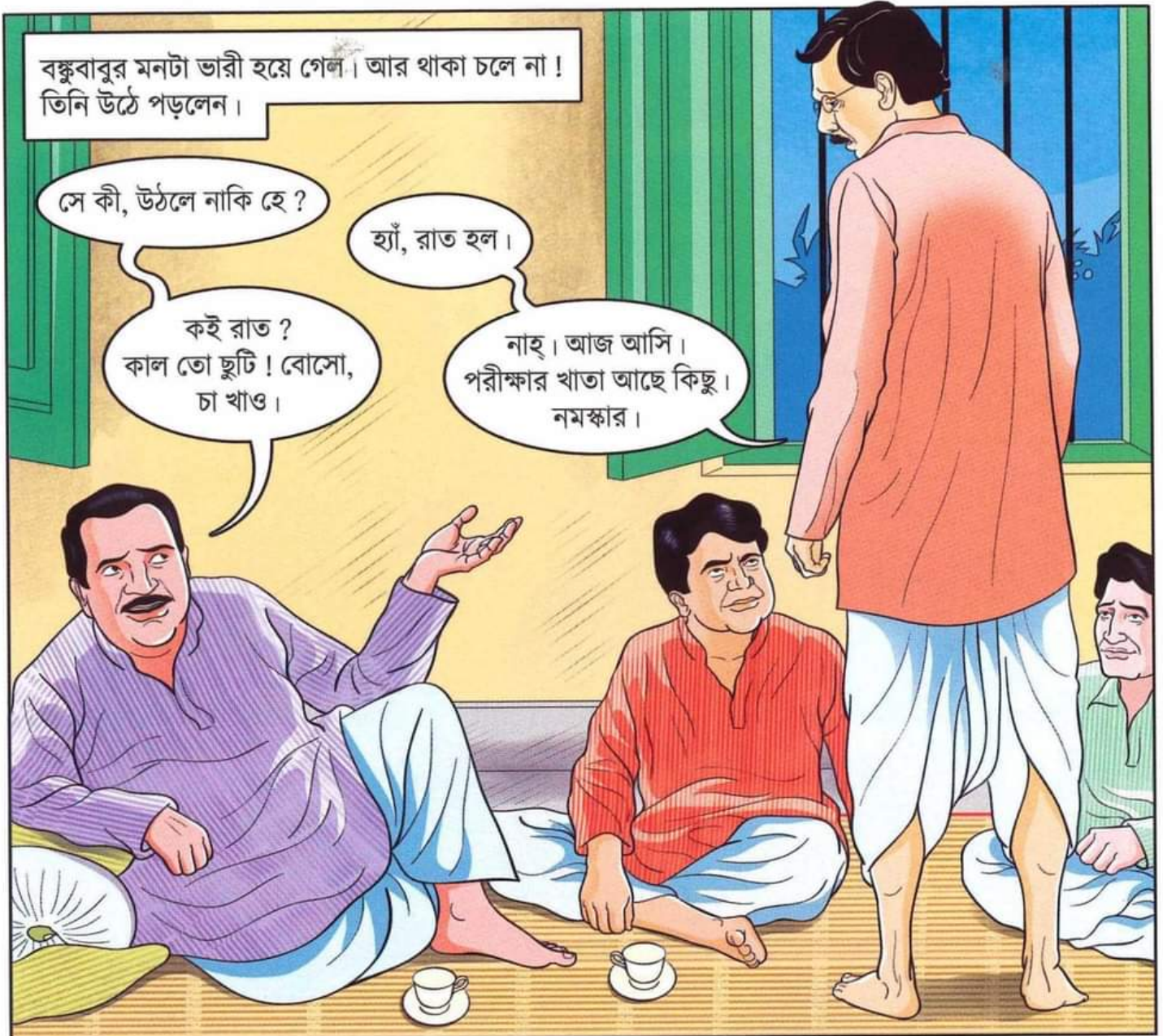
বঙ্কুবাবুর মনটা ভারী হয়ে গেল। আর থাকা চলে না! তিনি উঠে পড়লেন।
সে কী, উঠলে নাকি হে?
হ্যাঁ, রাত হল।
কই রাত? কাল তো ছুটি! বোসো, চা খাও।
নাহ্। আজ আসি। পরীক্ষার খাতা আছে কিছু। নমস্কার।
খুব সাবধান! আজ আবার অমাবস্যা। মঙ্গলবার।
মানুষ কিন্তু ভূতেরও বাড়া।
!!
হা হা হা!

বাঁশবনে আজ একটাও ঝিঁঝিঁ ডাকছে না।

আশ্চর্য ব্যাপার!

ঝিঁঝিঁগুলো সব ঘুমুচ্ছে নাকি!

সর্বনাশ! আগুন লেগেছে!

না,
আগুন নয়।
কারণ...
আলোটা
স্থির।
রী রী!
রী রী!
রী রী!
রী রী!
এ কীসের
শব্দ! কানে যেন তালা
ধরেছে।
!!

মিলিপিপ্পিং খ্রুক, মিলিপিপ্পিং খ্রুক !

এ আবার কী ভাষা রে বাবা ! আর যে বলছে সে-ই বা কোথায়?

হু আর ইউ ? হু আর ইউ ?

আই অ্যাম বঙ্কুবিহারী দত্ত স্যার... বঙ্কুবিহারী দত্ত।

আর ইউ ইংলিশ ? আর ইউ ইংলিশ ?

নমস্কার।
ন্-নমস্কার।
যাক! হাত-পায়ের বাঁধন আলগা হয়েছে।
এবার...

কী করব? পালাব?
আরে!
ক্লিক!

!!
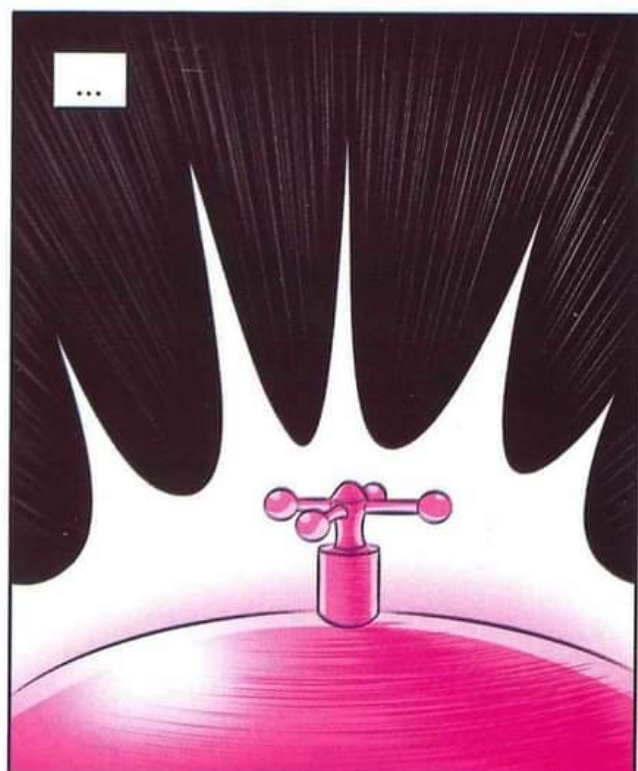
বঙ্কুবাবুর হাত-দুটো আপনা থেকেই জোড় হয়ে এল।

তুমি মানুষ ?
হ্যাঁ স্-স্যার !

এটা পৃথিবী ?
হুঁ।

ঠিক ধরেছি ! যন্ত্রপাতিগুলো গোলমাল করছে। যাবার কথা ছিল প্লুটোয়। একটা সন্দেহ ছিল মনে, তাই তোমাকে প্রথমে প্লুটোর ভাষায় প্রশ্ন করলাম।
যখন দেখলাম তুমি উত্তর দিলে না, তখন বুঝতে পারলাম যে পৃথিবীতেই এসে পড়েছি। পণ্ডশ্রম হল। ছি-ছি-ছি, এতদূরে এসে... আর-একবার এ-রকম হয়েছিল। বুধ যেতে বৃহস্পতি গিয়ে পড়েছিলাম। একদিনের তফাত আর কী, হেঃ হেঃ হেঃ।

বঙ্কুবাবু কী বলবেন বুঝতে পারলেন না। তা ছাড়া ওঁর এমনিতেই অসোয়াস্তি লাগছিল। কারণ লোকটা সরু সরু আঙুল দিয়ে ওঁর হাত-পা টিপে টিপে দেখতে আরম্ভ করেছে।
আমি ক্রেনিয়াস গ্রহের অ্যাং। মানুষের চেয়ে অনেক উচ্চস্তরের প্রাণী।

এই লিকলিকে চার ফুট লোকটা মানুষের চেয়ে উচ্চস্তরের প্রাণী ! বললেই হল !
হি হি হি !

লোকটা কিন্তু আশ্চর্যভাবে বঙ্কুবাবুর মনের কথা বুঝে ফেলল।
অবিশ্বাস করার কিছু নেই। প্রমাণ আছে।
তুমি ক'টা ভাষা জানো ?
বাংলা, ইংরিজি, আর ইয়ে... হিন্দিটা... মানে...
মানে আড়াইটে।
হ্যাঁ...

আমি জানি চোদ্দো হাজার। তোমাদের সৌরজগতে এমন ভাষা নেই যা আমি জানি না। তা ছাড়া আরও একত্রিশটি বাইরের গ্রহের ভাষা আমার জানা আছে। এর পঁচিশটি গ্রহে আমি নিজে গিয়েছি।

তোমার বয়স কত ?
পঞ্চাশ।
আমার আটশো তেত্রিশ।
তুমি জানোয়ার খাও ?

এই সে-দিন কালীপুজোয় পাঁঠার মাংস খেয়েছি। না বলি কী করে !

আমরা খাই না।
বেশ কয়েকশো বছর হল ছেড়ে দিয়েছি। আগে খেতাম।

হয়তো তোমাকেও খেতাম।

সেটা হাতে ঠেকতেই বঙ্কুবাবুর সর্বাঙ্গে আবার এমন একটা শিহরন খেলে গেল যে, তিনি তৎক্ষণাৎ ভয়ে পাথরটা ফেরত দিয়ে দিলেন।

এটা আমার হাতে ছিল বলে তুমি তখন এগোতে পারোনি। কেউ পারে না। শত্রুকে জখম না করে অক্ষম করার মতো এমন জিনিস আর নেই।

এমন কোনও জায়গা বা দৃশ্য আছে যা তোমার...
দেখতে ইচ্ছে করে, কিন্তু হয়ে ওঠেনি ?
সারা পৃথিবীটাই তো দেখা বাকি। বাংলাদেশেরই কী দেখেছি ! হিমালয়ের বরফ দেখিনি, দিঘার সমুদ্র দেখিনি, এমনকি শিবপুরের বাগানের সেই গাছটা পর্যন্ত দেখিনি।

অনেক কিছুই তো দেখিনি। ধরুন গরম দেশের মানুষ, তাই নর্থ পোলটা দেখতে খুব ইচ্ছে করে।
এইটেয় চোখ লাগাও।

আশ্চর্য ! এ-ও কি সম্ভব ?

বঙ্কুবাবুর গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। এ-ও কি সম্ভব ? তাঁর চোখের সামনে ধু-ধু করছে অন্তহীন বরফের মরুভূমি। আর তার মাঝে ওগুলো কী ? ইগলু ? আর ওরা ? ওরা কি এস্কিমো ?

আরে ! ওটা কোন বীভৎস জানোয়ার ? ভালো করে দেখে বঙ্কুবাবু চিনলেন— সিন্ধুঘোটক ! একটা নয়, দুটো— প্রচণ্ড লড়াই করে চলেছে।

একটা আর-একটার গায়ে মুলোর মতো দাঁত-জোড়া বসিয়ে দিল।

বাপ রে !
এবার দক্ষিণ মেরুটা দেখা যাক।
তোমার ব্রেজিলে যেতে ইচ্ছে করে না ?

কিন্তু ওটা কী ! সর্বনাশ !
এত বড়ো সাপ !

!!

হঠাৎ তাঁর মনে পড়ে গেল, কোথায় যেন পড়েছিলেন ব্রাজিলের অ্যানাকোন্ডার কথা।

এ-সাপ অজগরের বাবা।
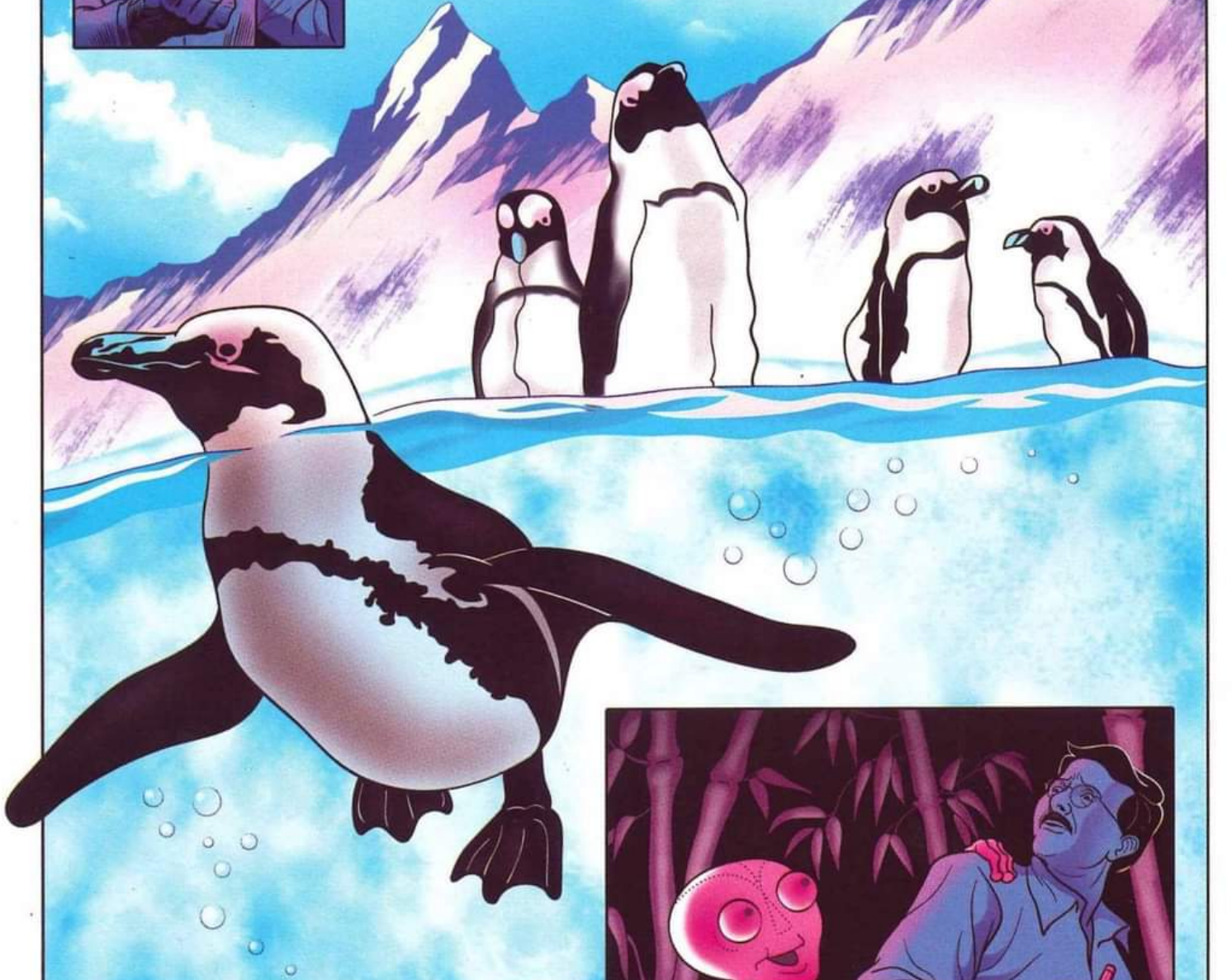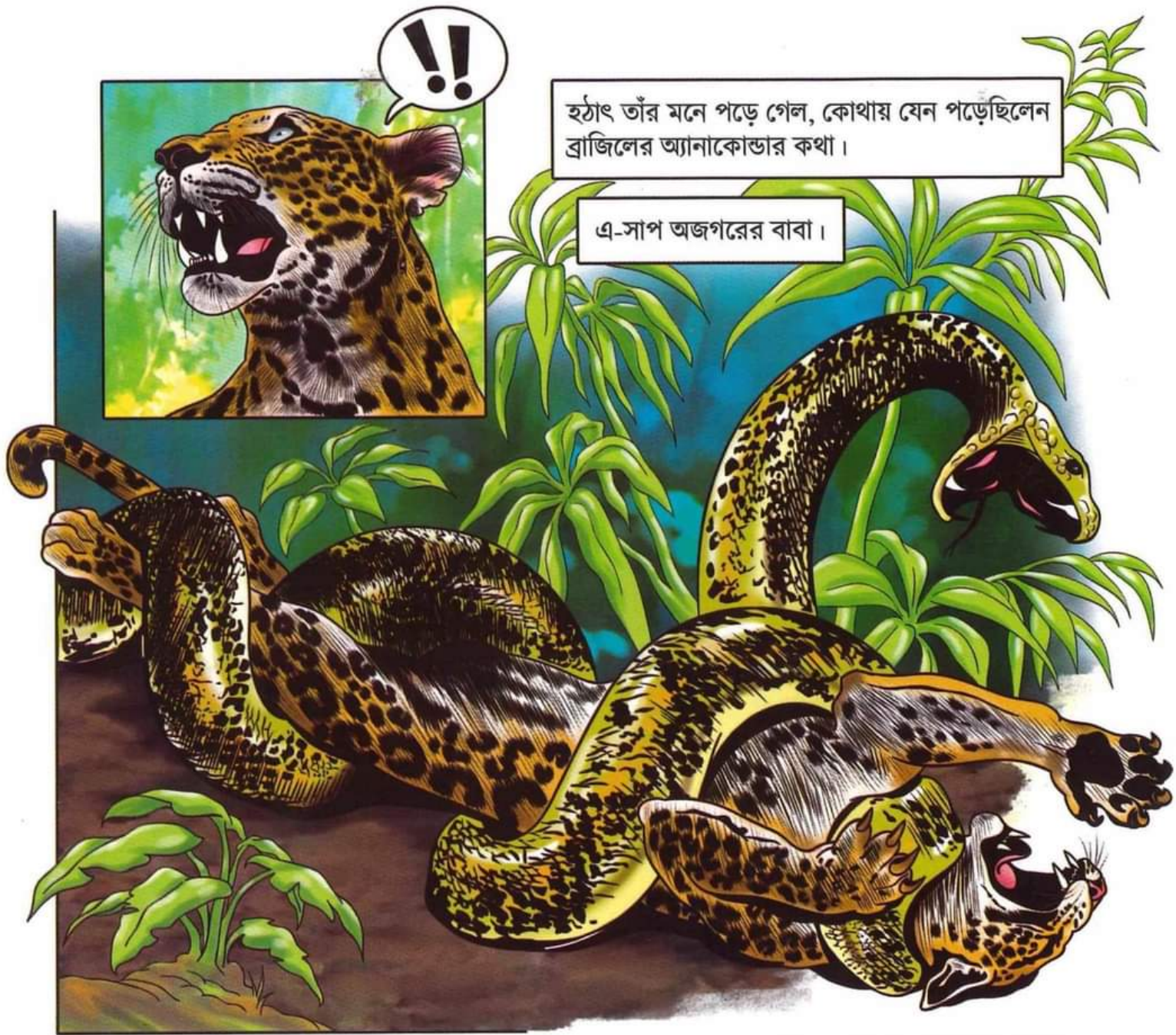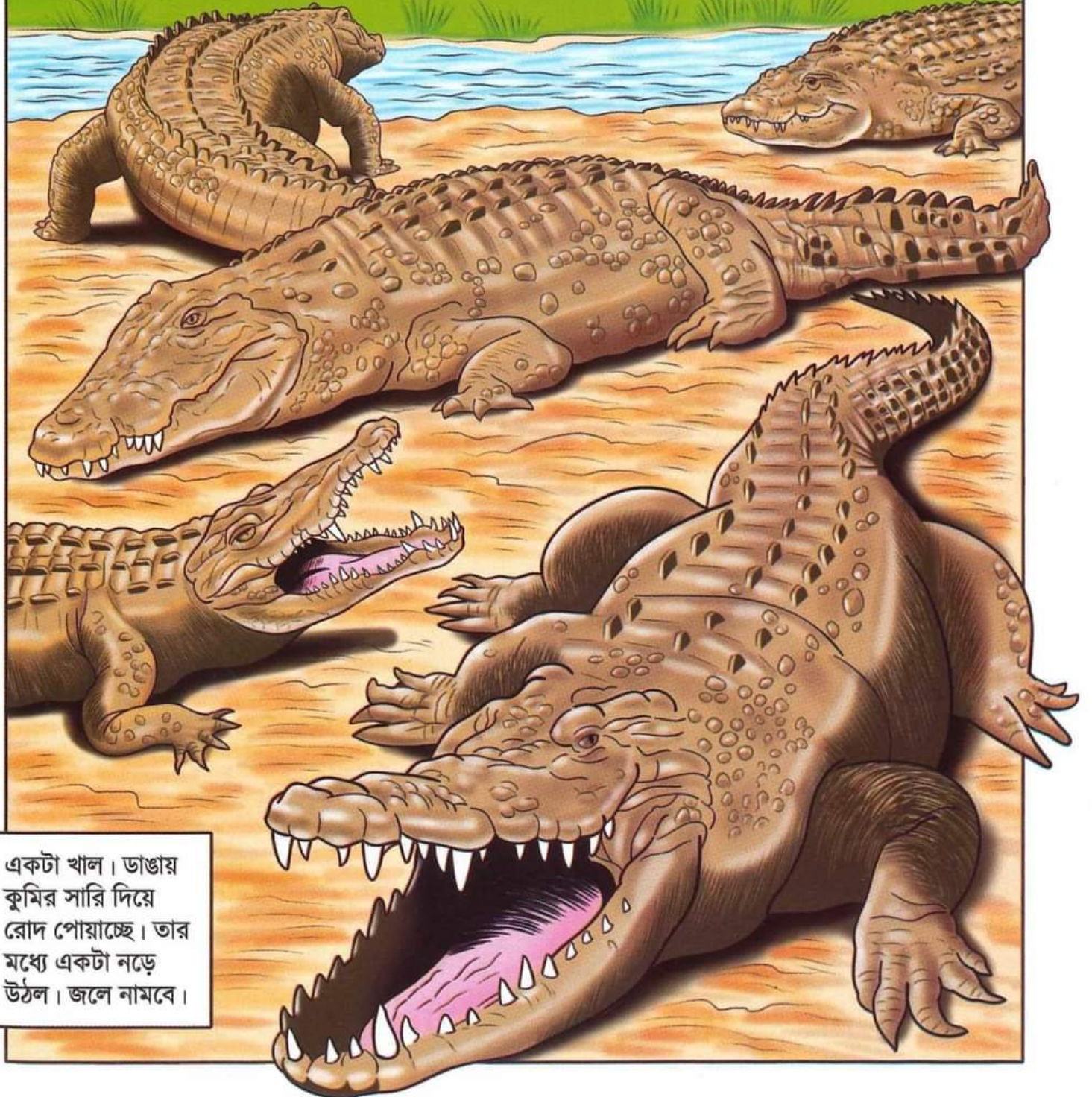
বঙ্কুবাবু ফের চোখ রাখলেন।
একটা খাল। ডাঙায় কুমির সারি দিয়ে রোদ পোয়াচ্ছে। তার মধ্যে একটা নড়ে উঠল। জলে নামবে।

কিন্তু জলে নামতেই...

য্-যথেষ্ট দেখেছি।
আপাতত এ-টুকুই থাক।
বেশ। বেশ।

বেশ। তোমায় দেখে এবং তোমার হাত-পা টিপে মনে হচ্ছে যে, তুমি নিকৃষ্ট প্রাণী হলেও, মানুষ হিসেবে খারাপ নও। তবে তোমার দোষ হচ্ছে যে, তুমি অতিরিক্ত নিরীহ, তাই তুমি জীবনে উন্নতি করোনি।

অন্যায়ের প্রতিবাদ না করা বা নীরবে অপমান সহ্য করা— এ-সব শুধু মানুষ কেন, কোনও প্রাণীরই শোভা পায় না। যাক, তোমার সঙ্গে আলাপ হবার কথা ছিল না, হয়ে ভালই লাগল।

তবে পৃথিবীতে বেশি সময় নষ্ট করে লাভ নেই। আমি বরং আসি।

আসুন, অ্যাংবাবু।
আমিও আপনার সঙ্গে আলাপ করে খুব. . .

আরে ! গেল কোথায় ?

!!

বাড়ির দিকে হাঁটতে শুরু করে বঙ্কুবাবু তাঁর মনে একটা আশ্চর্য ভাব অনুভব করলেন।
কত বড়ো একটা ঘটনা যে আমার জীবনে ঘটে গেল, এই কিছুক্ষণ আগেও আমি সেটা ঠিক উপলব্ধি করতে পারিনি। কোথাকার কোন সৌরজগতের এক গ্রহ, তার নামও হয়তো কেউ শোনেনি, তারই একজন লোক— লোক তো নয়— অ্যাং, আমার সঙ্গে এসে আলাপ করে গেল। কী আশ্চর্য ! কী অদ্ভুত !

সারা পৃথিবীতে আর কারও সঙ্গে নয়, কেবল আমার সঙ্গে !
আমি, শ্রীবঙ্কুবিহারী দত্ত, কাঁকুড়গাছি প্রাইমারি ইস্কুলের ভূগোল ও বাংলার শিক্ষক...
আজ, এই এখন থেকে অন্তত একটা অভিজ্ঞতায়, আমি সারা পৃথিবীতে...
এক...
...ও অদ্বিতীয়।
হা হা হা হা হা হা হা হা হা হা হা হা হা হা হা হা হা
ভৌ!
ভৌ!

ক্রমে...
ভোর হল।
সে-দিন সন্ধেবেলা...
আজ্ঞে শ্রীপতিবাবু, আপনি না কি আমার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলেন !
বোসো পঞ্চা, বোসো। দেখা করতে বলেছিলুম বই কী ! তোমার বাঁশবনে না কি অদ্ভুত কী-সব ঘটনা ঘটেছে ! সবাই বলাবলি করছিল।
আমরাও একটু শুনি কী ব্যাপার !

আমার বাঁশবনটা তো আপনারা দেখেছেন। প্রায় চল্লিশ বিঘের মতো জায়গা। বনটার ঠিক মধ্যিখানে একটা ডোবা আছে। আজ সকালে গিয়ে দেখি সেই ডোবার চারপাশের দশ-বারোটা বাঁশঝাড় রাতারাতি একেবারে নেড়া হয়ে গেছে।
শীতকালে বাঁশের শুকনো পাতা ঝরে বটে, কিন্তু এই ভাবে হঠাৎ নেড়া হয়ে যাওয়াটা খুবই অস্বাভাবিক !

হঠাৎ—
এই দ্যাখো, কালকের আলোর খবরটা আজ কাগজে বেরিয়েছে।
হুম ! বাংলাদেশের মাত্র দু-একটা জায়গা থেকে আলোটা দেখতে পাবার খবর এসেছে।
তাই সেটাকে ফ্লাইং সসার বা উড়ন্ত পিরিচের মতো গুজবের মধ্যে ফেলে দেওয়া হয়েছে।
বোঝো কাণ্ড !

আচ্ছা, বঙ্কুর আজ দেরি কেন?
ব্যাঁকা কি আর সহজে এ-মুখো হবে ?
কাল মুখ খুলতে গিয়ে যা দাবড়ানি খেয়েছে !

এমন সময় বঙ্কুবাবু এসে ঘরে ঢুকলেন। ঢুকলেন বললে অবিশ্যি কিছুই বলা হল না। একটা ছোটোখাটো বৈশাখী ঝড় যেন একটি বেঁটেখাটো মানুষের বেশে প্রবেশ করে সবাইকে চমকে দিল।

হা হা হা

হা হা হা

হা হা হা
হা হা
হা হা
হা হা হা
প্রথমে পুরো এক মিনিট ধরে বঙ্কুবাবু অট্টহাসি হাসলেন। যে-হাসি...
...এর আগে কেউ কোনওদিন শোনেনি, তিনি নিজেও শোনেননি।
তারপর হাসি থামিয়ে একটা প্রচণ্ড গলা-খাঁকরানি দিয়ে গম্ভীর গলায় বলতে শুরু করলেন...
বন্ধুগণ! আমি অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, আজ এই আড্ডায় আমার শেষদিন।
আপনাদের দলটি ছাড়ার আগে আমি কয়েকটি কথা আপনাদের বলে যেতে চাই এবং তাই আজ এখানে আসা।
এক নম্বর, সেটা সকলের সম্বন্ধেই খাটে, আপনারা সবাই বড়ো বাজে বকেন।
যে-বিষয়ে জানেন না, সে-বিষয়ে বেশি কথা বললে লোকে বোকা বলে।

দুই নম্বর— এটা চণ্ডীবাবুকে বলছি— আপনাদের বয়সে পরের ছাতা-জুতো লুকিয়ে রাখা শুধু অন্যায় নয়, ছেলেমানুষি।
দয়া করে আমার ছাতাটা ও খয়েরি ক্যাম্বিসের জুতোটা কালকের মধ্যে আমার বাড়িতে পৌঁছে দেবেন।
!!
!!
নিধুবাবু, আপনি যদি আমাকে ব্যাঁকা বলে ডাকেন, তবে আমি আপনাকে ছ্যাঁদা বলে ডাকব, আপনাকে সেইটেই মেনে নিতে হবে।
আর শ্রীপতিবাবু— আপনি গণ্যমান্য লোক, আপনার মোসাহেবের প্রয়োজন হবে বই কী! কিন্তু জেনে রাখুন যে, আজ থেকে আমি আর ও-দলে নেই।
যদি বলেন তো আমার পোষা হুলোটাকে পাঠিয়ে দিতে পারি— ভাল পা চাটতে পারে।
গ-র-র-র!
??
ওহো, পঞ্চাবাবুও এসেছেন দেখছি— আপনাকেও খবরটা দিয়ে রাখি। কাল রাত্রে ক্রেনিয়াস গ্রহ থেকে একটি অ্যাং এসে...
আপনার বাঁশবাগানের ডোবাটির মধ্যে নেমেছিল। আমার সঙ্গে তার আলাপ হয়েছে। লোকটি— থুড়ি, অ্যাংটি ভারী ভাল।

আঁক !
ধপাস !
বেশ, চলি
তা হলে ?
?!
সমাপ্ত